দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 APR 1989 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

007

এইচএসসি পরীক্ষার রুটিন

তবু ভাল যে, শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধিদের সভায় আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় নতুন সময়সূচীতে বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার মাঝে উপযুক্ত বিরতির ব্যবস্থা থাকবে।

চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার যে রুটিন ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয় তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। এর আগে আর কখনো এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার রুটিন নিয়ে দেশব্যাপী এত হৈ চৈ হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করেছেন, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রুটিন পরিবর্তন করার জন্য স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

এইচএসসি পরীক্ষা (আগেকার ইণ্টারমিডিয়েট) হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু এমন রুটিন আর কখনো হতে দেখা যায়নি। অনেক জটিল বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ৮ই জুন থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত একনাগাড়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দিতে হবে। শুক্রবার ছাড়া তাদের জন্য কোন বিরতি রাখা হয়নি।

আমরা বুঝতে পারি না কর্তৃপক্ষ কেন এ ধরনের রুটিন তৈরী করেছিলেন। এমন নয় যে পরীক্ষা এবার অনেক পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজেই তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

পাঠ্যসূচীও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। কিম্বা পরীক্ষা পদ্ধতিরও নাটকীয় কোন পরিবর্তন করা হয়নি। যথারীতি বর্ণনামূলক প্রশ্নেরই প্রাধান্য থাকবে যাতে সময় লাগবে অন্যান্য বছরের মতই।

এবারকার বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। তাই পরীক্ষা যেহেতু পিছায়নি এবং সিলেবাসও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি, কাজেই পরীক্ষার মাঝে মাঝে যথেষ্ট বিরতি দেয়া উচিত ছিল।

পরীক্ষার এরূপ রুটিন তৈরী ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংবেদনহীনতারই প্রমাণ। বোর্ডগুলো যদি আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করে সুষ্ঠুভাবে রুটিন প্রণয়ন করতেন তাহলে পরীক্ষার্থীদের কয়েকটি মূল্যবান দিন এভাবে মিটিং মিছিল করে নষ্ট করতে হতো না।

পরীক্ষায় নকল বন্ধ করতে হলে অসদুপায় অবলম্বন ছাড়া ভালভাবে যারা পরীক্ষা দিতে চায় তাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিতে হবে। ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবেন আশা করি।